R.N. No.2532/87 | Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 | P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১লা ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭।
১৮ই আগষ্ট ২০১০ সাল।

নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

জাল নোট ও হেরোইনের সোল এজেন্ট আসরাফকে মুখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করলো তার সাকরেদরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুরা মোড়ের এক পানের ঢপের মালিক আসরাফ সেখকে খাঁকি পোষাকের কয়েকজন লোক গত ১১ আগষ্ট রাতে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে বেপাত্তা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় গুঞ্জন উঠলেও পুলিশ মহল এ ব্যাপারে কিছু জানে না বলে খবর। এর বেশ কয়েকদিন পরে মুখ বাঁধা অবস্থায় লালগোলা থানার কালুখালি গ্রামের রাস্তার ধার থেকে আসরাফকে উদ্ধার করে দলের লোকেরা। অনুসন্ধানে জানা যায় ঐ এলাকার মৃত সুডান সেখের ছেলে আসরাফের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে জাল নোট, হেরোইন ইত্যাদির কোটি কোটি টাকার কারবার চলে। এখানে এই খবর পুলিশের ছোট কর্তা থেকে বড় প্রত্যেকে জানেন। আসরাফের সাকরেদ তার ভাই সাম মহম্মদ ছাড়া জাহাঙ্গীর সেখ (সবা) সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য, মজিবুর সেখ, তাজেবুল সেখ, (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুই বাম সমর্থকের হাতাহাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্টের অফিসে মধ্যে গত ১১ আগষ্ট দায়িত্বশীল কর্মী গণনাথ দাস ও আশীর্বাদ কনস্ট্রাকশনের ঠিকাদার তীর্থ চক্রবর্তীর মধ্যে বড় ধরনের হাতাহাতি হয়। সেখানে দু'জনই কমবেশী জখম হন। খবর, গণনাথ দাসের কাছ থেকে রেলের কাজের প্রয়োজনে ক্রেডেনসিয়াল সার্টিফিকেট আনতে যান তীর্থবাবু। সেখানে যে কোন কারণে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এরা উভয়েই বাস সংগঠনের সাথে ওতপ্রোত জড়িত বলে খবর। দু'পক্ষই সাগরদীঘি থানায় অভিযোগ আনে। কিছু কর্মী গণনাথ দাসের গ্রেপ্তারের দাবীতে পরদিন প্ল্যান্টের মেন গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সি.আই.টি.ইউ.-এর জেলা সম্পাদক তুষার দে ঘটনার সরজমিন তদন্ত করে অবিলম্বে ঠিকাদার তীর্থ চক্রবর্তীকে ব্ল্যাক লিষ্ট করার জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখিত জানান।

আবগারী পুলিশের তাড়া খেয়ে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়ে মাতালের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : আবগারী পুলিশের তারা খেয়ে গত ১০ আগষ্ট জঙ্গিপুর বাবুবাজারের মদ্যপ নিতাই দাস ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়ে আর ওঠেনি। জানা যায়, ঐ দিন শ্মশান লাগোয়া মাঠে বসে কয়েকজনের সঙ্গে নিতাইও মদ খাচ্ছিল। ঐ সময় আবগারী পুলিশ তাড়া করলে যে যে দিকে পারে পালিয়ে যায়। বেগতিক বুঝে নিতাই নদীতে ঝাঁপ দেয়। নিতাই চোখের সামনে ডুবে গেলেও আবগারী পুলিশেরা তাকে উদ্ধারে কোন উদ্যোগ নেয়নি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে নৌকাডুবিতে নিতাই এবং তার বাবা সুকুমার ডুবে গেলেও সে যাত্রা নিতাই প্রাণে বেঁচে যায়। সুকুমার মারা যান।

মুসলিম মহিলার রান্না খিচুড়ি না খাওয়ায় হিন্দু দোকান বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরী চাঁইপাড়ায় আই.সি.ডি.এস প্রোজেক্টের খিচুড়ি রন্ধন কেন্দ্রে গত ১৩ আগষ্ট এক মুসলিম মহিলা সহযোগিতা করায় কোন হিন্দু মহিলা খিচুড়ি খাননি। কেউ কেউ নিলেও বাইরে গিয়ে ফেলে দেন বলে খবর। মুসলিম মহিলা রন্ধনশালায় কেন ঢুকবে এই নিয়ে বিডিও এবং এস.ডি.ওর কাছে হিন্দু মহিলারা নাকি (শেষ পৃষ্ঠায়)

এক লক্ষ টাকার গাছ ত্রিশ হাজারে নিলাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পি.ডবলিউ.ডি রোডস্ এর আওতায়ভুক্ত একটি বিশাল শিরিশ গাছ চুপে চাপে ত্রিশ হাজারে ডাক করে ঐ দপ্তর। অথচ মাইকে বা ঢোল শহরৎ করলে বহু ব্যবসায়ীর অংশ গ্রহণে গাছটির প্রকৃত মূল্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতো বলে কিছু ব্যবসায়ী জানান। তারা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও জেলা শাসককেও ঘটনাটি লিখিতভাবে জানিয়েছেন তদন্তের প্রয়োজনে।

খিচুড়ি খাইয়ে পোলিও প্রোগ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এলাকার ৪০ টা বুথে গত ১০ আগষ্ট শিশুদের পোলিও খাওয়ানোর দিনে আই.সি.ডি.এস. দপ্তর থেকে খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়। খিচুড়ির জন্য পোলিও শিশুদের ভিড় উপচে পড়ে বুথগুলোতে। জঙ্গিপুর বাবুবাজারে মুকুল সংঘ ক্লাবের সেন্টারে খিচুড়ি নিয়ে শিশুদের মায়েদের মধ্যে কাজিয়া শুরু হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, পোলিও কর্মীদের চারদিনের জন্য ২২৫.০০ এবং সুপার ভাইজারদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭

মূল্যবোধ ঃ আজ চর্চায় এবং চর্যায়

আজ শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীটাই এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছিয়াছে। মানুষের মনে মূল্যবোধের বিকৃতি এবং আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছে। চারিদিকে বাস্তবকে আড়াল করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং জনজীবনে এক সার্বিক হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'বিবেকানন্দ' শীর্ষক আলোচনায় একদা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। মূল্যবোধ শব্দটি এখন বহু কথিত। ইহা হইতেছে সত্যানুসন্ধান বা সত্যানুরাগ। সনাতন রীতিনীতিতে বিশ্বাস, নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ। যৌথ পরিবারে সকলের সহিত থাকিয়া সুখ-দুঃখের অংশভাগী হওয়া, বয়োবৃদ্ধ প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জীবনে ও জীবন চর্যায় শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, শালীনতাবোধ। পারিবারিক জীবন তথা সামাজিক জীবনে সম্পর্কের বন্ধন, দায়বদ্ধতা। এ সবই মূল্যবোধের বোধ বা চেতনা।

কিন্তু আজ আমরা সময়ের এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছি যখন আমাদের জীবন চর্চায় এবং জীবন চর্যায় সংকট ঘনীভূত। আমাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় এবং প্রচলিত মূল্যবোধের শেকড়ে ধরিয়াছে ঘূণ, পাঁজরে ফাটল। মানুষ আমরা হারাইতেছি মনুষ্যত্ববোধ। হইয়া পড়িয়াছি অন্তঃসার শূন্য 'ফাঁপা মানুষ'। সঞ্চয় করিতেছি 'বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।' চর্চা এবং চর্যায় আজ দেখা যাইতেছে বিকৃত মানসিকতা বা অপসংস্কৃতি। ইহার দৌরাত্ম্য সমাজ জীবনের নেপথ্যে – প্রকাশ্যে ; অলিগলিতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং, চলিবার পথে 'টিজিং' এর মত অশালীন অভব্যতা এখন নিত্যকার ঘটনা। মূল্যহীনতার যূপকাষ্ঠে আজ মূল্যবোধ বলিপ্রদত্ত।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল নব জাগৃতির যুগ। সেই সময় বস্তু চেতনা, বিজ্ঞান চেতনার সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও দেখা গিয়াছিল নতুন চিন্তা ভাবনা, বোধ এবং বোধি। সেই সময়ের জীবন চর্যায় বিকৃতি ও ক্ষয়িষ্ণুতা ততটা ছিল না। প্রচলিত আদর্শ সম্পর্কে তখনও সংশয় বা প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চেহারা গিয়াছে পাল্টে। বেকার সমস্যা, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য, হতাশা, অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশেও ঘটিয়াছে ক্ষমতার হাত বদল, দেশ বিভাজন। আর আমাদের সমাজ জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে বিদেশী ভাবধারার প্রভাব। পারিবারিক জীবনেও ধরিয়াছে ভাঙন। দেখা দিয়াছে প্রজন্মগত ব্যবধান। যুব সমাজের মধ্যে আসিয়াছে সনাতন রীতি নীতিতে গভীর অবিশ্বাস। ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবনে দেখা দিয়াছে ভ্রষ্টাচার, লোভ, লালসা, দুর্নীতি, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা। আজ মানুষ হারাইয়াছে চক্ষুলজ্জা। অবহেলা তাহাদের কর্মসংস্কৃতিতে। জীবন হইতে মুছিয়া যাইতেছে সুস্থ সংস্কৃতি। কেমন যেন মানসিক অবনমন চোখের সামনে প্রতীয়মান। ভোগবাদী দর্শন হইয়া উঠিয়াছে জীবনের দর্শন। বাড়িয়া চলিয়াছে আত্মপরতা। আচার আচরণে আজ যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা। অবিনয় এবং অভব্যতা এখন বুঝি অগৌরবের নয়। অমৃত বচন এখন লোকাচারের অলঙ্কার। ফিরিয়া যাইতে হয় জীবনানন্দের কবিতার ভাষায় ; বলিতে ইচ্ছে করে 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ / যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা / যাদের হৃদয়েতে প্রেম নেই প্রীতি নেই – করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

বাঙালীর হা-হুতাশ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অন্যান্য দেশের নানারকমের লোক বাংলায় আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে, কেহ বা ক্রোড়পতি হইতেছে আর দিন দিন অন্নাভাবে শীর্ণ আর চিন্তা স্বরে জীর্ণ হইয়া মরিতেছে বাঙালীই। বাংলার এই ভীষণ সমস্যার কথা সেদিন বিলাতে লর্ড সিংহের মুখে এই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে – 'যে কেহ এই দেশে অন্ন সংস্থান করিতে পারে, পারে না শুধু বাঙ্গালীরা। ভারত নানাদিকে উন্নত হইয়াছে কিন্তু ফাঁকও অনেক দিকেই আছে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে। বাংলার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতেছে। এ জন্য দায়ী দেশের লোক এবং অন্যান্য কারণ যাহার উপর গবর্ণমেন্টের কোন হাত নাই। ইংরেজের কর্মশক্তি, ভারতের মিতব্যয়িতা, শ্রম ও সংযমের সহিত মিলিত হইয়া, এ দেশের আরো উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজের উপর যে অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে, ইংরেজ তাহা দূর করিলে মিলিতভাবে দেশবাসীর উন্নতি করিতে পারেন।' লর্ড সিংহের কথা সত্য – কিন্তু বাংলা দেশের অবস্থা শোচনীয় হয় নাই, শোচনীয় হইয়াছে বাঙালীর নিজস্ব অবস্থা। এই বাংলায় ইংরেজ ছাড়াও ছত্রিশ দেশের নানান্ জাতি নানান্ ব্যবসায় করিয়া অন্ন করিতেছে – আর বাঙ্গালীরা তাহাদেরই দেশে হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে। বাংলায় শোষণ বা লুণ্ঠন বলিয়া যে রাজনীতিক চিৎকার করা হয় তাহার সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার যোগ অতি সামান্য। বাংলার অর্থাগমের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী ক্রমে দূরে সরিতেছে – অপরে তাহা অধিকার করিতেছে। কুলী মজুরের ব্যবসায় হইতে বড় যে কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এ অধঃপতনের দৃষ্টান্ত মিলিবে। আজ বাংলার সব চেয়ে বড় সমস্যা – স্বর্ণপ্রসূ দেশের ছেলেরাই অভাবের তাড়নায় হাহুতাশ করিতেছে, – আর বাংলার অর্থে অন্য সকলেই পুষ্ট হইতেছে। ইংরেজ দেশে অর্ধাগমের নানা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু সে ক্ষেত্র ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাঙ্গালীরও যথেষ্ট উন্নত হওয়া এবং অর্থাগমের দ্বারা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বাংলার প্রাকৃতিক ধারা দ্বারা বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা উন্নতি করিতে না পারা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জীবন ক্রমেই হটিতে থাকিবে, উজান চলা তাহার সম্ভব হইবে না। বাংলার শস্য সম্পদ তাহার বেসাতী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার খাদ্য সরবরাহ করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার রেল ষ্টেশনে মুটে মজুরী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, চাকর খানসামা সেও অ-বাঙ্গালী, চাকর খানসামা সেও অ-বাঙ্গালী – আর বাঙ্গালী ভদ্র শিক্ষিত হইয়া সকলেই চাকুরী পাইবার জন্য লালায়িত। ভদ্র বনিবার এই প্রকার বিকৃত শিক্ষা ও আকাঙ্খা বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমশঃ হীন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালী আজ নিখিল ভারতের পরিচালক হইতে পারিতেছে না। বাংলার আর্থিক সম্পদের যোগ্য অংশগ্রহণ করাকে বাঙ্গালীর সর্গ প্রথম কর্তব্য মনে করিতে হইবে। বর্তমানে এর চেয়ে আত্মরক্ষা ও জাতীয় কর্তব্যে বড় আর কিছু নাই। (রচনাকাল : ১৩৩৪ সাল)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নির্দিষ্ট বাস ষ্টপেজ চাই

জঙ্গীপুর শহরের অনতিদূরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত উমরপুর একটি কর্মব্যস্ত এলাকা। বিশেষ করে বাস যাত্রীদের উত্তরবঙ্গ কলকাতা বীরভূমের মুরারই রেল ষ্টেশন যাওয়ার একমাত্র যোগাযোগকারী মোড়। প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস ধরার জন্য শহর এবং গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীরা এখানে হাজির হন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কিছু বাস এই মোড়ে এসে দাঁড়ালেও সব বাস দাঁড়ায় না। বেশীর ভাগ বাসই রাস্তার ধারের হোটেলের সামনে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত দাঁড় করায়। ফলে নির্দিষ্ট বাস ধরার জন্য যাত্রী সাধারণকে লাগেজ ও বৌ-বাচ্চা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। যাত্রীদের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। ওখানকার রাস্তার মোড়ের ট্রাফিক ব্যবস্থাও তেমন উন্নত নয়। যান নিয়ন্ত্রণে কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা এখানে নেই। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে যাত্রীদের যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য আসে।

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

কবি সুকান্ত – একজন নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী

স্মরণ দত্ত

(চুরাশিতম জন্ম দিনকে মনে রেখে)

"মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ / বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস"

পৃথিবীতে মাত্র একুশ বছরের প্রাণবায়ু। তাতেই এমন দীপ্তকণ্ঠের ঘোষণা। হাত দু'টোয় বজ্রমুষ্টি। কৃষাণ জীবনের শরিক। (৩য় পাতার পর)

অতএব সাবধান

দেবব্রত সেন

আমি হিন্দু একথা বলা ঘোর অন্যায়। আমি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি, আমার ধর্মে মূর্ত্তি পুজোর প্রচলন আছে তাই আমি মূর্ত্তি পুজো মানি, ভক্তি করি একথা বললে আমি ঘোর সাম্প্রদায়িক – আর এ্রকথা যাতে ছোটরা ছোট থেকেই একদম শিখতে না পারে তার ব্যবস্থা পাকা করার জন্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় হিন্দু ধর্মকে একদম ছোট করে দেখাও। ভারতবর্ষের মাটিতে যুগ-যুগ ধরে এ ধর্ম আছে তাও বলার দরকার নাই। – কথাগুলো বলছিলাম পঃ বঃ প্রাঃ বিঃ এর পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের "পাঠ একক পাঁচ দেশবিদেশের গুণী মানুষের কথা" শীর্ষক অধ্যায় প্রসঙ্গে। পাঠের আগেই আছে – সবদেশেই বিভিন্ন কল্পিত দেবতার পুজো করা হতো। দেবতার প্রতি মানুষের ছিল ভয় ও ভক্তি। সকলের ধারণা ছিল দেবদেবী মানুষের ভালো করেন বা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই তারা দেবতার উপর ভরসা করত। – প্রত্যেকটা বাক্যই অতীত কালের। অবশ্যই অতীত কালের হওয়া উচিত; কেননা আমরা ইতিহাস পড়ছি। কিন্তু ইতিহাসের প্রবহমানতা যদি বর্তমানকাল পর্যন্ত বয়ে চলে তবে তো তার কিছু পরিচয় থাকবে। দেখা যাবে ভারতের ৭৮ শতাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ এখনো উপরের লেখা অংশটুকু মেনে চলেন। তাই সেখানে কী একটা লাইন জুড়ে দেওয়া যেত না – "অবশ্য ভারতের সংখ্যা গড়িষ্ঠ হিন্দু জনগণ এখনো অনেক দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করেন।" – না "হিন্দু" এ কথাটি লেখা যাবে না তাতে শিশু শিক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পূর্ণ না হলেও কিছু করার নেই। পরিবর্তে মুসলমান ধর্মের প্রবক্তা কে ? তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? তাদের ধর্মের মূল কথাগুলো কি কি ? এগুলো ভালভাবে জানতে হবে। পাশাপাশি জানতে হবে– বৌদ্ধ, জৈন, পারশিক, শিখ ইত্যাদি ধর্মের নানা খুঁটিনাটি – অবশ্যই জানব। আমরা তো পড়তেই এসেছি। কিন্তু শুধু হিন্দু ধর্মটা বাদ কেন ?

পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে দেবদেবীর পুজো লোপ পেয়েছে। শুধুমাত্র ভারতেই আছে। তার কারণ কী ? তার কারণ একমাত্র ভারতেই 'বেদ' রচিত হয়েছে। বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত উপনিষদ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা শুধু ভারতেই লেখা হয়েছে। এখানেই দেবীর মৃন্ময়ী রূপকে চিন্ময়ী রূপ দিতে পেরেছে বলেই আজও বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজোয় মানুষ মাতোয়ারা হন।

পাঠের পরবর্তী অংশে ঢুকেছে শ্রীচৈতন্য দেবের কথা। তিনি যে হিন্দুধর্মের সরলীকরণ করেছিলেন। ভালকথা আর সরল বিশ্বাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত করা যায়, একথা বলেছিলেন তার কোন কথা নাই। শেষ অংশে এসেছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা। তাঁরা যে হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর সাধনার কথা সরলভাবে বলেছেন তা বলা হলো না। এমনকী "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" বইটির নাম উল্লেখ পর্যন্ত নাই। মনে হয় একটু হিন্দু-ঘেঁষা বলে !

অতএব সাবধান।

কবি সুকান্ত – একজন নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী

(২য় পাতার পর)

কাজে আর কথার আত্মীয়তায় শোনায় শুধু সাধারণ মানুষের মনবেদনার ইতিহাস। চোখে মুখে বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। কাব্যের তুলিতে অগ্নিঅক্ষরের জ্বালাময়ী টান। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে মাত্র একুশ বছরেই ইতিহাস।

দিনবদলের কবি সুকান্ত। স্বপ্নভঙ্গের কবি সুকান্ত। পুনরভ্যুত্থানের কবি সুকান্ত। অনড়, অটল, অক্ষয়, অব্যয়। একটি জীবন।

তখন মাত্র ষোলো বছর বয়স। আর্থিক সঙ্গতিহীন পিতৃমাতৃহীন যৌথ পরিবারে ছোট ছোট ভাইদের দেখাশুনা করা, রান্নার কাজ করা ইত্যাদি দায়িত্ব সামলানো, অন্যদিকে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে আপ্লুত হয়ে, শ্রদ্ধায় বিভোর হয়ে রবীন্দ্র কেন্দ্রিক একঝাঁক কবিতা লেখা। রবীন্দ্র জন্মদিনে লিখে ফেলা কবিতার অংশ 'এবারে নতুনরূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর / বিপ্লবের স্বপ্নচোখে কণ্ঠে গণসংগীতের সুর," কখনও বা প্রাত্যহিক, 'মধুমালতী' ইত্যাদি গল্পলেখা, নিজ উদ্যোগে 'ডাকঘর' নাটক করা, বা 'সংকলিতা' নামে গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করা – এসবের মধ্যেই বালক জীবনের সকালবেলা। জ্ঞান উন্মেষের ঐ বয়সেই কমিউনিষ্টনীতি ও আদর্শ তাঁর মনের মনিকোঠায়। তখন থেকেই বেলেঘাটার অফিসে যাতায়াত। এবং ধীরে ধীরে কমিউনিষ্ট কার্যকলাপের সাথে পরিচয়। এই যাতায়াতের মাধ্যমে পার্টির সহকর্মীদের সাথে পরিচয়। মনপ্রাণ চায় পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে। কিন্তু মাত্র ষোলো বছর বয়সে পার্টির স্বীকৃতি পাওয়া ছিল দুরূহ কাজ। কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটি আপন বোধের উন্মেষের পূর্ণ জাগরণে তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে পার্টিকে বোঝাতে আরম্ভ করলো। কিছুতেই হাড়বে না সে। আসলে জন্ম লগ্ন থেকে কিশোর কবি চোখ দেখেছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদীদের আক্রমণ, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার আর শোষণ এবং নিজঘরের অভাব অনটনের হাতছানি – এই চিত্রকল্পের প্রেক্ষাপটেই সুকান্তের শিশু থেকে বালক বা কিশোর হয়ে ওঠা। স্বাভাবিক কারণেই মনের মধ্যে গুমরে ওঠা বিদ্রোহ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার অদম্য স্পৃহা তাকে লড়াকু বালক হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বোঝাতে সমর্থ হলো সে। স্বীকৃতি পেল কমিউনিষ্ট পার্টির হয়ে কাজ করবার। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবলো সে। বেলেঘাটার দেশবন্ধু হাই স্কুলে পড়তে পড়তেই অল্প বয়সে নিয়মিত পার্টির কাজ করা, সেই কাজের হিসাব দাখিল করা এবং অন্যান্য কর্মীদের মতোই আবার নতুন কাজের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া – সবই নিয়ম মাফিক করতে করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করে নি সে বা কোনো দিনই গর হাজির থাকে নি পার্টি অফিসে।

বালক সুকান্তের কাজ কখনও বা পার্টি অফিসে পড়ত, কখনও বা সে পোস্টার লিখত আবার কখনও পোস্টাবের বাণ্ডিল বগলদাবা করে ছুটতো এ পাড়া থেকে সে পাড়া, এক কারখানা থেকে আর এক কারখানা, এ দেওয়াল হতে সে দেওয়াল। পোস্টার লিখে সেগুলো দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটানোর পর তবেই তো কাজটা পূর্ণ হলো – এ রকম ভাবনা ছিল তার। কখনও বা লেবেল আঁটা কোটো হাতে বেরিয়ে পড়েছে সে অর্থসংগ্রহ করতে। কখনও মনের মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাকে আপন কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। আপন নিষ্ঠা থেকে রত করতে পারে নি।

শুধুমাত্র হুজুগে মেতে ওঠার ছেলে ছিল না নিষ্ঠাবান কর্মী সুকান্ত। সাধারণ মানুষের সাথে লড়াইয়ে, খেটে খাওয়া মানুষের সাথে লড়াইয়ে, সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল সে। বেলেঘাটা অফিসের কর্মীর অভাব সে নিজে নানা রকম দৌড় ঝাঁপ করে একাই সম্পূর্ণ করতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনাহার ক্লিষ্ট নরনারী পাশে সেদিন পাড়ায় পাড়ায় দলবেঁধে চাঁদা তুলেছে সে ভিক্ষার ঝুলি কাঁঠে নিয়ে। নিজের ঘরের অনাহার দীনতার জন্য কখনও সুকান্ত পার্টিকর্মী হিসাবে দলের কাছে বিন্দুমাত্র আপন প্রয়োজন মেটায় নি। কেউ কেউ তাকে এই অপবাদ দিয়ে থাকেন যে শুধুমাত্র পার্টির শ্লোগান বা রাজনীতি করতে গিয়ে সুকান্ত কবি হতে পারলো না। যারা একথা বলে থাকেন তারা সুকান্তের মধ্যে বিম্বিত সত্যটি খুঁজে পান না।

শুধুমাত্র পার্টির কাজে নিয়োজিত থাকা ছাড়াও কখনোও বা সে কিশোর বাহিনী পরিচালনা করেছে। 'কিশোর বিভাগ' খুলেছে। এই বিভাগের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের বুঝিয়েছে রূপকথার মায়াময় রাজপ্রাসাদ থেকে আজ বিশ্বযুদ্ধ জর্জরিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত সাধারণ মানুষের পাশে পাথর ধুলির ওপর এসে পৌঁছতে হবে। কোনো লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই। নির্বিকার চিত্তে কখনো বা শিয়ালদহ বা হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে, কখনও পথে পথে কাগজ বিক্রি করেছে নির্বিকার চিত্তে।

কমিউনিষ্ট পার্টির মূল অফিস যখন ডেকার্স লেনে উঠে গেল তখন সুকান্তকে দিনে দু'তিন বার এসপ্লানেড যেতে হতো। তা ছাড়া চাঁদার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা, পোস্টার লাগানো এবং স্বাধীনতা পত্রিকার গ্রাহক ঠিক করা, আবার নানাস্থানের কিশোর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ এগুলো তাকে পায়ে হেঁটেই করতে হত। কারণ দারিদ্র তাকে বাধ্য করত পায়ে হেটে এসব করতে। কর্মযোগী বালকটি ক্রমাগত শরীরের ওপর অত্যাচার আর অনিয়ম চালিয়ে পুরোপুরি শয্যা নিতে বাধ্য হলো এক সময়।

১৯৪৭ এর মে মাসে বাংলা ১৩৫৪ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে টি.বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে একজন নীরব নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মীর প্রাণ অবসান ঘটলো। নিভে গেল একটি জ্বলন্ত প্রতিভা কবি সুকান্ত। সাধারণ মানুষের শ্রমিকী তুলিতে অঙ্কিত কাব্য সাহিত্যের অগ্নি প্রতিভাতেই হোক আর শুদ্ধচিত্তের এমনতর পার্টিকর্মী হিসাবেই হোক্ যদি সে দীর্ঘায়ু হতো তাহলে বাংলাকাব্য প্রাঙ্গণ আরও বলিষ্ঠতর হতো এবং পার্টিকর্মী হিসাবে তার নিষ্ঠাচিত্ততার বহুতর দৃষ্টান্তগুলি আরও বহুতর হতো, যা সামনে রেখে বর্তমান সময়ের তথাকথিত পার্টিকর্মী 'সম্প্রদায়' এরা লজ্জায় ঘৃণায় মাটি ভেদ করে কোথাও লুকোবার ঠাঁই পেতো না। দিকে দিকে যখন 'শুদ্ধিকরণ' এর আহ্বান, তখন এই চরমতম অবক্ষয় আর অবচেতনের সময়ক্ষণে তাঁর জীবনদর্শন বার বার পাঠ করা ছাড়া উত্তরণের কোনও পথই বোধ হয় আর খোলা নেই।

র‍্যামেল গ্রুপ অব ইণ্ডাসট্রিজ সফলতার প্রতীক

নিজস্ব সংবাদদাতা : র‍্যামেল ইনডাসট্রিজ লিমিটেড একটা সঞ্চয় সংস্থার নাম হলেও 'র‍্যামেল গ্রুপ অব কোম্পানীজ' এর আওতার মধ্যে রয়েছে বহু কর্মযজ্ঞের ইতিহাস। এর ছায়ায় বহু বেকার ছেলে-মেয়ে কর্মহীন জীবন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। তারা নিষ্ঠার সাথে, গুরুত্বের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্যই আজ র‍্যামেল গ্রুপ অব ইণ্ডাট্রীজকে উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। র‍্যামেল গ্রুপ আজ ৫০০ কোটি টাকার প্রোজেক্টের ওপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে।

বাঙালী কর্মবীর রামেশ্বর পোদ্দার ১৯৯২ সালে র‍্যামেল ফার্মা প্রাঃ লিঃ-র সূচনা করেন। পরবর্তীতে ২০০৬ এ লিমিটেড ফার্মে রূপ নেয়। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর চেয়ারম্যান হন রামেশ্বর পোদ্দার স্বয়ং এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেন্দ্রমোহন সরকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ফিনান্স ডিরেক্টর হন সুকান্ত দেব। এরপর থেকে র‍্যামেল এর চলার গতি অব্যাহত আছে। ২০০৭-এ রবার প্ল্যানটেশন, ২০০৮ এ বায়ো ফার্টিলাইজার ও প্রেস্টিসাইড ডিভিশন চালু হয়। পরের বছর র‍্যামেল এডিবল ওয়েল প্রোজেক্ট, র‍্যামেল হসপিটাল এবং র‍্যামেল এক্সপোর্ট ইউনিট চালু হয়। ২০১০ এ র‍্যামেল মার্ট ও র‍্যামেল আয়ুর্বেদিক ইউনিট খোলা হয়। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে ৬টি মার্ট খোলার জন্য সব কিছু প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। আগামী বছর সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট র‍্যামেল গ্রুপ অব ইনডাস্ট্রিজের নবতম সংযোজন। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায় – রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে কিছুটা জায়গা এবং অফিসের জন্য রেডিমেড বাড়ী কেনা হয়েছে। গোণা কয়েকটা বছরে এই অভাবনীয় উত্তরোণের পেছনে প্রত্যেকটা কর্মীর আন্তরিক প্রয়াস ও নিষ্ঠার কথা এক কথায় স্বীকার করেন মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইনচার্জ রাসেদ মাহামুদ (উৎপল)।

জাল নোট ও হেরোইনের সোল এজেন্ট (১ম পাতার পর)

জহিরুল সেখ, সামিরুল সেখ, তাজেবুল সেখ, আবোল হোসেন, লালু সেখ সহ আরো প্রায় ষাটজন। বাংলাদেশের জাল নোট মাদক দ্রব্য এইসব এজেন্টের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। আর ছড়াচ্ছে এলাকার রাজমিস্ত্রীদের মাধ্যমে কলকাতা – দুর্গাপুর-আসানসোল-মুম্বাই ইত্যাদি বড় বড় শহরে। আরো জানা যায়, জাল নোট শতকরা ২৫/৩০ টাকায় কিনে আসরাফ এণ্ড কোং ৫০/৬০ টাকায় এজেন্টদের কাছে বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে। ঐ অঞ্চলের হাটপাড়া, গঙ্গাপ্রসাদ, গোবিন্দপুর, বহরা, থেকে লালগোলা সীমান্তের পণ্ডিতপুর পর্যন্ত এদের এজেন্ট ছড়ানো আছে। রামপুরা মোড়ে সম্পূর্ণ মারবেল মোড়ানো আধুনিক ডিজাইনের তিনতলা বাড়ীটাই ওখানকার ডন আসরাফ সেখের। রাস্তার ধারের দামি দামি জমি তুড়ি মেরে কিনে নিচ্ছে আসরাফ। ১১ আগষ্ট রাতে আসরাফকে পানের ঢপ থেকে তুলে নিয়ে যাবার পিছনে রহস্য একটাই – হিস্সার গণ্ডগোল। পরে সন্ধান পেয়ে দলের লোকেরা ২৫-৩০টি মোটর সাইকেল ছুটিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা রফা করে আসরাফকে মুখবাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বিপক্ষ দলের লোকেদের খাঁকি পোষাক আসরাফের লোকজনের মধ্যে বিভ্রান্তি আনার জন্যই তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় বলে জানা যায়।

মুসলিম মহিলার রান্না খিচুড়ি (১ম পাতার পর)

ডেপুটেশনও দেন। এলাকার সিপিএম নেতা বীরেন ঘোষ সমস্ত ঘটনা জেনেও চুপ ছিলেন বলে অভিযোগ। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুদের চা-মিষ্টি-তেলেভাজা ইত্যাদি দোকানে কেনাকাটা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে খবর।

ছাত্রীদের মাইনোরিটি ফরম জমা নিতে টালবাহানা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মির্জাপুর গার্লস্ হাই স্কুলের মুসলিম ছাত্রীরা মাইনোরিটি ফরম জমা দিতে রঘুনাথগঞ্জ-১ বিডিও অফিসে গেলে সেখানে না নিয়ে স্কুলে জমা দিতে বলে। এদিকে স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা ফরম জমা নিতে অস্বীকার করেন। অথচ ১৬ আগষ্ট ছিল জমা দেবার শেষ দিন। গত বছর বিড়ি ওয়েলফেয়ারের টাকার জন্য ৩০.০০ টাকায় ফরম কিনিয়ে কিনে রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে ধুলিয়ানের তারাপুরে ওয়েলফেয়ার অফিসে জমা দেবার নাকি ব্যবস্থা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সে ফরম আদৌ জমা পড়েছে কি না সন্দেহ। কেননা কোন ছাত্রীই বিড়ি ওয়েলফেয়ারের টাকা পায় নি। এই নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে বলে খবর।

প্রবীণ শিক্ষকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক বিজয়কুমার দত্ত (৮৫) গত ১১ আগষ্ট তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। সুদীর্ঘকাল সুনাম ও সততার সঙ্গে তিনি শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন।

সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কম্পিউটারসহ বিজ্ঞান শাখার সমস্ত বিষয় যত্নসহকারে পড়ানো হয়।
যোগাযোগ-৯৪৩২৯২৫৭৬১ / ৯৪৩৪২৩৯৬৫৫

নাট্যোৎসব বহরমপুরে ও জঙ্গিপুরে

সংবাদদাতা : আগামী ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে, ২৯-৩০ আগস্ট রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে এ খবর জানা যায়।

খিচুড়ি খাইয়ে পোলিও প্রোগ্রাম (১ম পাতার পর)

৫২৫.০০ টাকা নির্দিষ্ট থাকলেও সি.সি. কে সংস্থার কর্মীরা ঐ একই কাজে ৫২৫.০০ এবং ৮২৫.০০ পাওয়ায় পুরসভা নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি আসে বলে খবর।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।